২৫-১২-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন কলিযুগের রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, নবযুগ নির্মাণ করতে বাবা এসেছেন, তাই তোমরা জাগো, বাবার স্মরণে নিজেদের বিকর্ম বিনাশ করো।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান হতে চলেছে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তাদের সবসময় অন্যকে নিজের সমান করে তোলার প্রবণতা থাকবে। তারা নিজের সাথে সাথে অন্যের কল্যাণ করার যুক্তি রচনা করবে। রাতদিন সেবায় লেগে থাকবে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা তোমরা বড়র থেকেও বড় কোন্ কাজ পেয়েছো ?

উত্তর :- সারা দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়ার কাজ খুব বড়। কোনো আত্মাই যেন বাবার পরিচয় জানতে বাকি না থাকে। রাত - দিন কেবল এই চিন্তাই যেন চলে যে, কিভাবে অন্যকে বোঝাবো, শঙ্খধ্বনি করতে হবে।

গীত - সজনীরা এবার জাগো.....

ওম্ শান্তি। এ কে জাগালো ? কে সজনী বলে সম্বোধন করে ? বাচ্চারা বুঝতে পারে যে বেহদের বাবা হলো একজনই, যাঁর আসল নাম শিব। বাকি যে অনেক নাম রাখা হয়েছে, সে সবই ভক্তিমার্গের। প্রকৃত নাম হলো শিব। জয়ন্তীও পালন করা হয়, সে হয়ে গেলো পরমাত্মার জয়ন্তী। গায়নও আছে .....নিরাকার শিব জয়ন্তী। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখন সেই শরীরের নাম রাখা হয়, আর শিব তো আত্মারই নাম। তাঁকে বলা হয় সুপ্রীম সোল (আত্মা)। এই আত্মার নাম কি ? 'শিব' এই নামেরই গায়ন আছে। শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে। আত্মার জয়ন্তী, এমন কথা বলা হয় না। গীতার ভগবান তো নিরাকার শিব। শ্রীকৃষ্ণ তো শরীরের নাম, তিনি তো দেহধারী। এ তো একমাত্র শিববাবা এসেই তাঁর সজনীদের জাগান এবং নিজের পরিচয় দেন যে আমি এসেছি নতুন দুনিয়া বানাতে। এখন আমাকে স্মরণ করো। মায়াকে তো জয় করতে হবে। বাবাকে বলা হয় পতিত - পাবন। দেবতারা যারা পবিত্র ছিলো তারা এখন পতিত হয়েছে, তাই সকলেই ডাকতে থাকে হে পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের উদ্ধার করো। কার থেকে ? মায়া রাবণের হাত থেকে অথবা শয়তানের থেকে। মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না যে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। নবযুগ, সত্যযুগ এই এলো বলে। গানেও বলা হয় নবযুগ, সে হলো পবিত্র দুনিয়া। বাবা আসেনই পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য। নতুন দুনিয়াকে নতুন যুগ অথবা সত্যযুগ বলা হয়। এ হলো কলিযুগী পুরানো দুনিয়া। কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় সকলেই এখন শায়িত, তাদের এসে বাবা জাগান। মায়া অজ্ঞান অন্ধকারের রাতে সকলকেই ঘুম পারিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন বলছেন বাচ্চারা, এখন তোমরা কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে জাগো। এখন এই পুরানো দুনিয়ার অন্তিম সময়, মৃত্যু সামনে উপস্থিত। এখন রাত সম্পূর্ণ হবে আর দিন শুরু হবে তাই তোমরা জাগো। তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা এসেছেন। আমরাও ঘোর অন্ধকারে নিদ্রিত ছিলাম এখন বাবা এসেছেন রাতকে দিনে পরিণত করতে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের জন্য দিন অর্থাৎ নবযুগ বানাতে এসেছি। এখন তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে কেননা এইসময় সকলেই পতিত। সবাই বলে যে আমাকে এই রাবণের

হাত থেকে উদ্ধার করো । এ কথা কেউই জানে না যে শয়তানের রাজত্ব কবে থেকে শুরু হয় । বাবা এসেই রাবণের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, কিন্তু কিভাবে ? এ তো একমাত্র বাবা যখন আসেন, তখনই তিনি এসে শোনান, সেই অনুভবেই আমরা কাউকে বোঝাতে পারি । সবাইকে নীচে নামতে নামতে পতিত হতেই হবে তাই আমি পতিত পাবনকে এই সঙ্গমেই আসতে হয় । দুনিয়ার মানুষ তো ঘোর অন্ধকারেই আছে । তারা ভাবে এই কলিযুগের আয়ু লাখ বছরের কেননা শাস্ত্রে উল্টো কথা লিখে দিয়েছে । এখন দৈব গুণের স্থাপনা হতে হবে । নরককে স্বর্গ একমাত্র বাবাই বানান । বাবা থোড়াই নরকের রচনা করবেন । বাচ্চারা এখন পাক্কা নিশ্চিত যে বাবাই আমাদের পড়ান । তিনি অনেকদিন ধরে পরিয়ে আসছেন ।

এখন ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী আসবে । শিব জয়ন্তীই গীতা জয়ন্তী ....এই কথা লিখতে হবে । শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তখন গীতা জয়ন্তী পালন করা হয় না । কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, যখন বড় হবে তখনই তো গীতা শোনাবে । ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর অর্থ গীতা জয়ন্তী । এ খুবই বোঝার কথা । মানুষ তো গীতা জয়ন্তীতে আলাদা করে দিয়েছে, কেননা মানুষ ভেবেছে কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, কিভাবে গীতা শোনাবে । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি ....এই গায়নও আছে । মানুষ ব্যারিস্টারী স্কুলে গেলে ব্যারিস্টারী পড়তে শুরু করে, এতে তাদের মূল লক্ষ্য হলো - আমি ব্যারিস্টার হবো । বাকি এতে উঁচু পদ পাওয়া এই পড়ার উপর নির্ভর করে । তোমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতে এসেছো । কিন্তু দেবতাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পদধারী আছে । কেউ ফার্স্ট ক্লাস, কেউ সেকেন্ড ক্লাস, কেউ আবার থার্ড ক্লাস । এ সবই গুপ্ত কথা । কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা আসে না । কিভাবে আমরা নিজের রাজ্য স্থাপন করছি । মহাভারতের যুদ্ধও শুরু হবে । কিন্তু পান্ডব সম্প্রদায় তো লড়াই করে না । অসুর আর কৌরব সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে শেষ হয়ে যায় । তাই বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । বোঝাতেও হবে .....বাবা প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দিয়ে থাকেন । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন ? অবশ্যই তিনি কারোর শরীরে আসবেন । বাবা তাঁর শ্রীমত দিচ্ছেন -- বাচ্চারা, তোমাদের এই স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । আমাকে তোমরা স্মরণ করো । এ হলো যোগ অগ্নি ....যার দ্বারা বিকর্মের বিনাশ হবে । প্রতিদিন তোমরা নতুন নতুন পয়েন্ট পেয়ে থাকো । ' পতিত পাবন' এই পয়েন্ট খুব ভালো । মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে আবার গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে আসে । তোমরা বড় বড় অক্ষরে এই কথাও লিখতে পারো যে, পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনিই সমস্ত দুনিয়াকে পবিত্র করেন । সারা দুনিয়ার প্রশ্ন হলো ...দুনিয়া কিভাবে পবিত্র হবে ? গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি নদী তো পূর্ব থেকে চলেই আসছে । এখন কলিযুগের সময় তাই কিছু সমস্যা তো হবেই । সত্যযুগে আবার সব নদী নিজের সঠিক দিশায় চলবে । কিন্তু এই নদীর দ্বারা কেউ তো পবিত্র হতে পারে না । খুব পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে । পর্চাও বিলি করতে হবে । সেও মানুষ বুঝেই দিতে হবে । মুখ্য দু - তিনটি পয়েন্ট অবশ্যই বোঝাতে হবে । বাস্তবে এই সময় সকলেই পতিত আর বিকারী । সকলেরই এখন অবরোহন কলা । গুরু নানকও শরীর রূপী ময়লা বস্ত্র পরিষ্কার করার কথা বলেছিলেন .....ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী তো হতেই হবে । এই দুনিয়াকে ভ্রষ্টাচারী বলা হয়, শ্রেষ্ঠাচারী তো কেবল দেবতারা । এই সময় আর কেউ এমন হতে পারবে না কারণ এ হলো মায়ার রাজ্য । হ্যাঁ, বাকি ভক্তির সুখ তো পাওয়া যায় । এখানে রচনা কোনো যোগবলের সাহায্যে হয় না, বিকারের দ্বারা জন্ম হয় । প্রথমে অল্প থাকে তারপর বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকে । প্রত্যেককেই প্রথমে সুখ পরে দুঃখ দেখতে হয় । এ হলো

মানুষের কথা । সত্যযুগে মানুষ সুখী থাকে তাই জন্তু – জানোয়ারও সুখী থাকে । তাই বাবা বোঝান ....এমন ভাবে তোমরা লেখো । ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই হলো শ্রীমত ভগবত গীতা জয়ন্তী । তা বোঝাতেও হবে, আর যারা বুঝবে তাদেরও মনে হবে অন্যদের বোঝাই । এই কথা না বোঝালে কিভাবে বৃদ্ধি হবে । ড্রামা অনুসারে যার যা পার্ট ...বোঝার আর বোঝাবার .....তারা তাদের নিজের পার্ট করতে থাকে । ভক্তির পার্টও দিন প্রতিদিন জোরদার হয়ে যাচ্ছে । গায়ন আছে যখন খড়ের গাদায় আগুন লাগে তখনই মানুষের চোখ খোলে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন শঙ্খধ্বনি করতে হবে । তোমাদের রাতদিন এই চিন্তা চলবে যে কিভাবে মানুষকে বোঝানো যায় । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া .....এ কতো বড় কাজ । এই দুনিয়া কতো বড় । এখানে নানা ধর্ম আর নানা ভূখণ্ড আছে । সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকে তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে । তোমরা এও বোঝো যে ....প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণের জন্ম হয় । ব্রাহ্মণ বর্ণ দেখানো হয় না তাই যে জন্ম দেয় তাঁকেও দেখানো হয় না । তাই এই কথা বুঝতে হবে যে কৌরব আর পাণ্ডবদের দেখানো হয় । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার, কুমারী হলে প্রজাপিতা তো অবশ্যই প্রয়োজন যার থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি হয় । দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র দেখানো হয় । বাকি সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের লুপ্ত করে দিয়েছে । গায়নও আছে .....ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার অর্থ কেউ বলে নি । তাঁদের এই পদ কে দিয়েছেন ? তোমরা বুঝতে পারো, নিরাকার বাবা এসে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বুঝিয়েছেন । ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্ম হয় । যখন তিনি তোমাদের শোনাচ্ছেন তখন ব্রহ্মাও শুনছেন । তোমরা না থাকলে শিববাবা কি করতো । একজনের জন্য তো শোনানো হয় না । শাস্ত্রে কিন্তু এক অর্জুনের নামই লিখে দিয়েছে । তাই যেই সময় যে পয়েন্ট বের হয়, সেই সময় সেই সেবাতেই লেগে যাওয়া উচিত । তোমাদের প্রতিটি কথা খুব পরিষ্কার করে বোঝানো হয় । কিন্তু যোগে থাকা বা পবিত্র হওয়া ....এতেই যত পরিশ্রম । বিষ ত্যাগ করা তো কত পরিশ্রমের । এই বিকার বিষের উপরই ঝগড়া হয়ে থাকে । তাই বাচ্চাদের এই সেবাতে নজর দিতে হবে যে, নিজে পড়ে তারপর পড়াতে হবে । এই সেবাতেই যত কল্যাণ । সতর্ক থাকা উচিত । নতুনদের দিয়ে খুব ভালোভাবে ফর্ম পূরণ করা উচিত । ফর্ম পূরণ করার সময় এই কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করো, তোমরা তো সাধনা করো, অবশ্যই তো মুক্তিধামে যেতে চাও । মুক্তিধামের মালিক তো একজনই, পরমপিতা পরমাত্মা । সেই বাবা এসেই আমাদের পবিত্র বানান । এই যে পুণ্য স্নান ইত্যাদি ভারতেই করা হয়, অন্য ধর্মে করা হয় না । তারা তাদের ধর্ম স্থাপকের সামনে মাথা নত করে, ফুল নিবেদন করে । তাঁদের মহিমা করে । তারা তো জানেই না যে পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । এখন খৃস্টমাসের সময় ক্রাইস্টকে কত মান দেওয়া হয় তবুও গড ফাদারকে স্মরণ করতে থাকে, মানুষ বলে থাকে .....ও গড ফাদার, তাঁকে ডাকতে থাকে । খৃস্টানদেরও এই জ্ঞান মিলবে । বাবা তো বলতে থাকে, ছবি তৈরী করো বিলেতেও পাঠানো যাবে । বেহদের এই সৃষ্টির কল্যাণের জন্য বুদ্ধিকে ব্যবহার করা উচিত । বাবার বুদ্ধি এই কাজেই লাগতো সবসময় । খুব অল্পসংখ্যকই এই চিত্রের কদর করতো । বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই এই চিত্র বানিয়েছেন । এই চিত্রকে কত সম্মান করা উচিত । এই ছবি দিয়ে তো একনম্বর সার্ভিস করা যায় । ড্রামা অনুসারে কেউ না কেউ এই চিত্র ইত্যাদি বানাবে । এরপরে এমন বুদ্ধিমান বাচ্চারা আসবে যারা এই সেবায় নতুন নতুন আবিষ্কার করতে থাকবে, যা দেখে মন খুশী হয়ে যাবে । ইংরাজী ভাষা তো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, আরো কত রকমের ভাষা আছে । সমস্ত দেশেই ইংরেজী ভাষার মানুষ অনেক আছে তাই বাবা ইংরেজী আর হিন্দী ভাষাকেই গুরুত্ব দিতেন । শেষকালে সব ভাষাতেই বের হবে । কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । কিন্তু দেখা যায়, কারোর বুদ্ধিতে ঠিকভাবে না বসলে সে আর কি কাজ করবে ! ধন থাকা স্বত্তেও

দান না করলে তাকে কৃপণ বলা হয় । তারা এক কান দিয়ে শোনে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় । প্রত্যেককেই তাদের উন্নতির খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে । সঙ্গদোষে যেও না । এই সেবাতে ব্যস্ত থাকতে হবে, না হলে অনেক বড় বিঘ্নের সৃষ্টি হবে । নিজের উন্নতির জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে । বাবা, আমি অনেককেই আমার সমান বানানোর সেবা করবো, এমন খেয়াল মনে আসা উচিত । একেই বলা হয় সতোপ্রধান বুদ্ধি । তমোপ্রধান বুদ্ধি না নিজের না অন্যের খেয়াল রাখে, তাদের অবুঝ বা বুদ্ধিহীন বলা হয় । সতোপ্রধান বুদ্ধিই হলো বুঝদার । অনেকের হিসেব - নিকেশও অনেক কড়া । বুঝেও তারা ফেঁসে থাকে । এই সময়তো রাতদিন এই সেবায় লেগে থাকা উচিত । এ তো নিজেরই রোজগার । আমি তোমাদের বাবা, আমার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । না হলে কল্পে কল্পে তোমরা হারিয়ে ফেলবে । প্রথমে নিজের কল্যাণ করতে হবে তখনই অন্যের কল্যাণ করতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান ধন দান করাতে কৃপণ হয়ো না । নিজের এবং অন্যের উন্নতির জন্য যুক্তি খুঁজে বের করতে হবে ।

২) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া পড়তে হবে আর পড়াতে হবে । সেবা আর পড়ার উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে । কর্মের কড়া হিসেব - নিকেশকে যোগবলের সাহায্যে শোধ করতে হবে ।

বরদান :- সহযোগী সাথীর দ্বারা সদা মনোরঞ্জনের অনুভবকারী কম্বাইন্ড রূপধারী হও ।

যখনই একাকীত্বের অনুভব হবে, তখন বিন্দু রূপকে স্মরণ করো না । এতে মুশকিল আছে, বোর হয়ে যাবে । সেই সময় নিজের রমণীয় অনুভবের কাহিনী স্মৃতিতে আনো, নিজের স্বমান, প্রাপ্তির লিস্ট সামনে নিয়ে এসো । কেবল বুদ্ধির দ্বারাই স্মরণ করো না, মন থেকেও সাথীর সাথে কম্বাইন্ড হয়ে সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের অনুভব করো -- এ হলো 'মনমনাভব' আর এই 'মনমনাভব' হওয়াই হলো মনোরঞ্জন ।

স্লোগান :- বাবার শ্রীমত অনুসারে 'জী হাজির' করতে থাকলে সর্বশক্তির অধিকার প্রাপ্ত করবে ।